দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 OCT 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের প্রতি

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত পিরোজপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্রে ১৯৮৫ সালের বিএ (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। বাংলা পরীক্ষার দিন কতিপয় ছাত্রের উস্কানিমূলক আচরণের দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের ১৫০ জন ছাত্রকে মোট বার বছরের জন্য বহিস্কার করেন।

আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ তাদের এ যুক্তিহীন শাস্তির সত্যতা স্বীকার করে উক্ত বাংলা পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণে বাধ্য হন। পরীক্ষাটি গত ২৩শে মে অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কিছুদিন পরে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর থেকে আমার বিরুদ্ধে পরীক্ষা হলে নকল করার অভিযোগ এনে কারণ দর্শাও নোটিশ পাঠানো হয়।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শক দলের সদস্যবৃন্দসহ (যারা পুনঃ পরীক্ষার সময় পিরোজপুর কলেজ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন) সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে দেখা করি। তারা এ অভিযোগ ভুল হতে পারে বলে জানান। পরীক্ষার হলে কোন পরিদর্শক কোনরূপ অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনেননি। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর শৃঙ্খলা পরিষদে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু আমার পরীক্ষার ফল জানানো সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি, যদিও আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। আমাকে শুধুমাত্র 'পরীক্ষা বাতিল' শাস্তি দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাকে জানান যে, নকল আংশিক প্রমাণিত হওয়ার অর্থাৎ নকল সঙ্গে থাকার দোষে শাস্তি হয়েছে (অর্থাৎ নকল বিষয়টি খাতায় উঠাইনি)। পরীক্ষার হলে অভিযোগ কোন পরিদর্শক করেননি, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ না কেউ আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন।

অথচ পরীক্ষার হলে নকল করা দূরে থাক কারুর সাথে কথাও বলিনি। ছাত্রদের কল্যাণকামী শিক্ষকদের এই আচরণ আমাকে ব্যথিত ও হতবাক করেছে। কিন্তু আমার প্রতি এই অবিচারের প্রতিকার হবে কি?

মোঃ আসলাম হোসেন খান,
হল পিরোজপুর-১৩৮৫।

প্রসঙ্গঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে ১ম পর্ব স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেছে। অন্যান্য নিয়মের সাথে বলা হয়েছে যে, যে বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে বিষয়ে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪০% নম্বর পেতে হবে স্নাতক পর্যায়ে।

বিজ্ঞান অনুষদের অন্যান্য বিভাগের মতো 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগও একটি। 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' স্নাতক পর্যায়ে নেই। তাই এ বিভাগে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য অবশ্য আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আমাদের অভিযোগ হলো, সমাজ বিজ্ঞান স্নাতক পর্যায়ে থাকা সত্ত্বেও এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও কেন ঐ নোটিশে সমাজ বিজ্ঞানকে সংশ্লিষ্ট করা হলো না?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ, একটি বড় অংশের ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক পর্যায়ে সমাজ বিজ্ঞান পড়ে থাকেন।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এ নোটিশ সংশোধন না করেন তবে একটি বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগে ভর্তি প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে যাবেন।

বিষয়টি সত্বর বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কালাম আজাদ,
৪১।১৫ ঝিগাতলা
(২য়তলা)
ঢাকা-১২০৯।